পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ভূমিকা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

লেখকের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর জন্য, তাঁর বান্দা আদম, নূহ, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবী-রাসূলের জন্য, তাঁদের পরিজন ও সহচরদের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদে অধ্যাপনার কারণে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আমাদের পড়তে ও পড়াতে হয়। ছাত্র ও গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে কিছু লেখা আশা করেন। পাশাপাশি সংযুক্ত হয়েছে ধর্মপ্রচার বিষয়ক বিশেষ প্রেক্ষাপট। বিশ্বায়নের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সভ্যতা, ভাষা ও সংস্কৃতির মত সকল ধর্মও কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে। বেড়েছে আমত্মঃধর্মীয় আলোচনা, সংলাপ, বিতর্ক ও দ্বনদ্ব। বিভিন্ন ধর্মের প্রচার বেড়েছে। বিভিন্ন ধর্ম অধ্যয়নে মানুষের আগ্রহও বেড়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজ ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধর্মের প্রচারকদের প্রচারণা খণ্ডনের চেষ্টাও বাড়িয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটেই এ পুস্তকটার রচনা।

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই খ্রিষ্টধর্মীয় প্রচারকরা বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার জোরদার করেছেন। স্বভাবতই তারা বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলিমকে খ্রিষ্টধর্মের গুরুত্ব বোঝাতে কমবেশি হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা নবীর উপর আক্রমণ করেন। বিশেষ করে মুসলিমরা যেহেতু তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের (সকলের প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক) প্রতি ভক্তিপ্রবণ, সেহেতু মুসলিম সমাজে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তারা এ সকল ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করেন। এ ছাড়া মুহাম্মাদ (ﷺ)_এর অনুসরণের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব নয় বলে প্রমাণ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা প্রচার করেন। তাদের বক্তব্য অনেক মুসলিমকে আহত করে। কখনো বা সংঘাত সৃষ্টি করে।

মুসলিম প্রচারকরা এ বিষয়ে তথ্য নির্ভর গ্রন্থাদি আশা করেন। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় বইয়ের অভাব। এ অভাব পূরণ করে পবিত্র বাইবেল পর্যালোচনা ও সমালোচনায় বাঙালি পাঠকের সামনে সামগ্রিক তথ্যাদি তুলে ধরাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

ধর্মতত্ত্বের পাঠক ও পাঠদাতা হিসেবে আমরা মনে করি, ধর্ম আলোচনায় কেউ কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তবে বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেন এবং হওয়াই উচিত। প্রতিটা মানুষই তার বিশ্বাসের পক্ষে এবং বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। নাস্তিক, ধর্মবিহীন আস্তিক এবং ধর্মানুসারী আস্তিক প্রত্যেকেই তার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হন। আমিও আমার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। তবে আমি আমার সাধ্যমত তথ্য উপস্থাপনায় ও পর্যালোচনায় বস্তুনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছি। বিশেষত অন্য ধর্মের আলোচনায় কুরআন ও সুন্নাহ যে নির্দেশনা ও বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তা মেনে চলার চেষ্টা করেছি। কুরআন বলছে: ‘‘তোমরা ধর্মগ্রন্থ-অনুসারীদের (অন্য ধর্মের অনুসারীদের) সাথে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া বিতর্ক করবে না’’ (সূরা-২৯ আনকাবূত: আয়াত ৪৬)। কুরআন

অন্যত্র বলেছে: ‘‘আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ডাকে তোমরা তাদের বিষয়ে কটুক্তি করবে না।’’ (সূরা-৬ আনআম: আয়াত ১০৮)।

গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা ও ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা মূলনীতি রক্ষার চেষ্টা করেছি:

প্রথমত: পবিত্র বাইবেল বিষয়ক সকল তথ্য ইহুদি-খ্রিষ্টান বা পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষকদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বাইবেলের পর্যালোচনা বা সমালোচনায় ইহুদি-খ্রিষ্টান বা পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষক বা সমালোচকদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রয়োজনে গবেষকদের মূল ইংরেজি বক্তব্য যথাসম্ভব উদ্ধৃত করার পরে অনুবাদ করা হয়েছে, যেন আগ্রহী পাঠক মূলের সাথে অনুবাদ মিলিয়ে দেখতে পারেন।

তৃতীয়ত: সকল পর্যালোচনায় বাইবেলের বক্তব্যের উপরে নির্ভর করা হয়েছে। বাইবেলের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাইবেল সোসাইটি বা খ্রিষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রচারিত বঙ্গানুবাদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদের অস্পষ্টতা দূর করার প্রয়োজন ছাড়া স্বাধীন অনুবাদ পরিহার করা হয়েছে।

পবিত্র বাইবেল ও মুসলিম মানস

প্রথমত: ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামি বিশ্বাস

তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল নামগুলো মুসলিম মানসে ভক্তিপূত। তবে এ সকল গ্রন্থের বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা অধিকাংশ মুসলিমই জানেন না। ফলে বর্তমানে প্রচলিত এ সকল নামের গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অশোভন তথ্য তাদেরকে ভয়ঙ্করভাবে আহত করে। এ সকল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

(ক) মহান আল্লাহ মূসা (আ)-কে তাওরাত, দাউদ (আ)-কে যাবূর ও ঈসা (আ)-কে ইঞ্জিল নামক ধর্মগ্রন্থ ওহীর মাধ্যমে প্রদান করেন। (সূরা-৩ আল-ইমরান ৩, ৪৮, ৬৫; সূরা-4 নিসা: ১৬৩; সূরা-৫ মায়িদা: ৪৬, ৬৬, ৪৭, ৬৬, ৬৮, ১১০; সূরা-৬ আন‘আম: ১৫4; সূরা-৭ আ’রাফ: ১৫৭; সূরা-৯ তাওবা: ১১১; সূরা-১৭ বনী ইসরাঈল: ৫৫; সূরা-৪৮ ফাতহ: ২৯; সূরা-৫৭ হাদীদ: ২৭ আয়াত)

(খ) তাঁদের অনুসারীরা গ্রন্থগুলি বিকৃত করেছেন। তিনভাবে তারা তা বিকৃত করেছেন: (১) নিজেরা মনগড়াভাবে কিছু লেখে ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ও ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রচার করেছেন, (২) ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃত করেছেন। (৩) ধর্মগ্রন্থের অনেক পুস্তক বা তথ্য তারা ভুলে গিয়েছেন বা হারিয়ে ফেলেছেন। (সূরা-২ বাকারা ৭৫, ৭৯; সূরা-৩ আল-ইমরান ৭৮-৭৯; সূরা-৫ মায়িদা: ১৩, ১৪, ১৫, ৪১ আয়াত)

(গ) বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন, বিলুপ্তি, ভুলে যাওয়া, গোপন করা ইত্যাদির পরেও ‘আহল কিতাব’দের নিকট তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল নামে কিছু কিতাব রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে আল্লাহর বাণী ও মানবীয় বিকৃতি সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া এ সকল বিকৃত গ্রন্থও তাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস প্রমাণ করে না। বরং তাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস ও কর্মই প্রচলিত বিকৃত ধর্মগ্রন্থের নিন্দা বা অপ্রমাণ করে। কুরআন মাঝে মাঝে এ বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। (সূরা-২ বাকারা: ১১৩; সূরা-৩ আল-ইমরান: ৯৩; সূরা-৫ মায়িদা: ৪৩, ৪৭, ৬৮; সূরা-১০ ইউনূস: ৯৪ আয়াত)

(ঘ) কুরআন কারীমই সংরক্ষক-বিচারক। মহান আল্লাহর বাণী ও মানবীয় বিকৃতির সংমিশ্রণ এ সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ঠিক কোন্ কথাটা সঠিক ওহী এবং কোন্ কথাটা বিকৃতি তা বোঝার বা যাচাই করার কোনো বৈজ্ঞানিক, পান্ডুলিপিগত বা অন্য কোনো পথ নেই। এখন এগুলোর মধ্য থেকে সঠিক বক্তব্য যাচাই করার একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর সর্বশেষ ওহী আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন: ‘‘এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirmer) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (watcher) রূপে।’’ (সূরা-৫ মায়িদা: ৪৮ আয়াত)

দ্বিতীয়ত: নবীদের মর্যাদায় বাইবেল ও কুরআন

ইসলামি বিশ্বাসে মহান আল্লাহর মহান নবীরা সকলেই মানুষ ছিলেন এবং মানবীয় সততা ও পবিত্রতায় আদর্শ ছিলেন। মহান আল্লাহর বিধান পালন, বাস্তবায়ন, বিনয়, সততা, ক্রন্দন ও আল্লাহ-ভীতিতে তাঁরা অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। কুরআন ও হাদীসে তাঁদেরকে এভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত অনেক নবীর নাম পবিত্র বাইবেলের মধ্যেও বিদ্যমান। একজন মুসলিম স্বভাবতই ধারণা করেন যে, বাইবেলও তাঁদের পবিত্রতা ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পবিত্র বাইবেলে নবীদেরকে অত্যন্ত নোংরাভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাসে নবীরা নিষ্পাপ নন, তবে ঈসা মসীহ নিষ্পাপ। কিন্তু ইঞ্জিল শরীফে তাঁকেও নোংরাভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। পর্যালোচনার প্রয়োজনে আমাদেরকে এ সকল বিষয় উদ্ধৃত করতে হয়েছে। বিষয়গুলো বিশ্বাসী মুসলিমকে ভয়ঙ্করভাবে আহত করে। কারণ কোনো ধর্মের কোনো নবীর বিষয়ে এ জাতীয় নোংরা কথা তারা চিন্তাও করতে পারেন না। আমাদের এ গ্রন্থে এ সকল বিষয় উল্লেখ করাকে তারা ইসলামি বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করতে পারেন।

তাদেরকে বুঝতে হবে যে, আমরা পবিত্র বাইবেলের বর্ণনামূলক পর্যালোচনার জন্যই এ সকল তথ্য উল্লেখ করেছি। এ সকল তথ্য এ সকল মহান মানুষের পাপ বা নীচতা প্রমাণ করে না, বরং এ সকল গ্রন্থের অপ্রামাণ্যতা প্রমাণ করে। বাইবেলীয় এ সকল তথ্য ইহুদি বা খ্রিষ্টানরা তাদের বিশ্বাসের আলোকে ব্যাখ্যা করেন, তবে মুসলিম বিশ্বাসে এগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মিথ্যা।

বাইবেলের বঙ্গানুবাদ, পরিভাষা ও বানান

ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্ট প্রচারক উইলিয়াম কেরি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে। ধর্মপুস্তক বা পবিত্র বাইবেল নামে তা প্রচারিত হয়। পরবর্তী প্রায় দু’শত বছর যাবৎ বাইবেলের বাংলা অনুবাদে মূলত কেরির পরিভাষাগুলোই ব্যবহার করা হয়। বিগত কয়েক দশক ধরে খ্রিষ্টান প্রচারকরা ‘ইসলামী বাংলায়’ বাইবেলের অনুবাদ করছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত পবিত্র বাইবেল-২০০০, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ এবং বাচিব প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩।

প্রথম অধ্যায়ে অনুবাদ প্রসঙ্গে পাঠক দেখবেন যে, কেরির অনুবাদ মূলানুগ হলেও তা দুর্বোধ্য। পরবর্তী অনুবাদ সহজবোধ্য হলেও অনেক সময় তাতে মূল অর্থ সংরক্ষিত হয়নি। মূল অর্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি সহজবোধ্য অনুবাদ উদ্ধৃত করার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন বাংলা বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে হয়েছে। অনুবাদের ভাষা ও পরিভাষার পরিবর্তন অনুধাবনের জন্য কয়েকটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

প্রথম উদ্ধৃতি: ইঞ্জিল শরীফের প্রথম পুস্তক ‘মথি’ ৩ অধ্যায় ১-৩ শ্লোক

(১) কেরি: "সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা কথিত হইয়াছিল, 'প্রান্তরে এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।"

(২) পবিত্র বাইবেল জুবিলী বাইবেল-১৯৯৯, ২০০৬: "নির্ধারিত সময়ে দীক্ষাগুরু যোহন আবির্ভূত হলেন। তিনি যুদেয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার করতেন, তিনি বলতেন, মন পরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে। ইনিই সেই ব্যক্তি যার বিষয়ে নবী ইসাইয়া বলেছিলেন, এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরূপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর...।"

(৩) পবিত্র বাইবেল-২০০০: "পরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিহূদিয়ার মরু-এলাকায় এসে এই বলে প্রচার করতে লাগলেন, পাপ থেকে মন ফেরাও, কারণ স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে। এই যোহনের বিষয়েই নবী যিশাইয় বলেছিলেন, মরু-এলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, তোমরা প্রভুর পথ ঠিক কর...।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "পরে তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এহুদিয়ার মরুভূমিতে এসে এই বলে তবলিগ করতে লাগলেন, তওবা কর, কারণ বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে। এই ইয়াহিয়ার বিষয়েই নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, তোমরা মাবুদের পথ ঠিক কর।"

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: "সেই সময়ে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া উপস্থিত হয়ে এহুদিয়ার মরুভূমিতে তবলিগ করতে লাগলেন, তিনি বললেন, তওবা কর, কেননা বেহেশতী-রাজ্য সন্নিকট হল। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, 'মরুভূমিতে এক জনের কণ্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।"

ইংরেজি অনুবাদ অধ্যয়ন করলে পাঠক দেখবেন যে, সেগুলোতে শব্দ ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটলেও নাম (proper noun) বা ধর্মীয় পরিভাষাগুলোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু বাংলায় এ জাতীয় পরিবর্তন পাঠকের জন্য সমস্যা তৈরি করে। উপরের অনুবাদে বিশেষ করে নিম্নের পরিবর্তন লক্ষণীয়: ইংরেজি John the Baptist বাংলায় যোহন বাপ্তাইজক, দীক্ষাগুরু যোহন, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এবং বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া। ইংরেজি Judaea বাংলায় যিহূদিয়া, যুদেয়া এবং এহুদিয়া। ইংরেজি Repent বাংলায় মন ফিরাও, মনপরিবর্তন কর এবং তওবা কর। ইংরেজি kingdom of heaven বাংলায় স্বর্গ-রাজ্য এবং বেহেশতী রাজ্য। ইংরেজি prophet বাংলায় ভাববাদী ও নবী। ইংরেজি Esaias/ Isaiah বাংলায় যিশাইয়, ইসাইয়া এবং ইশাইয়া এবং ইংরেজি Lord বাংলায় প্রভু ও মাবুদ।

এখানে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে পরিবর্তনশীলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২০০০ ও ২০০৬ সংস্করণে John the Baptist অনুবাদ করেছে "তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া"; কিন্তু ২০১৩ সংস্করণ লেখেছে "বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া"।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি: মথি ১০ অধ্যায়ের ৫-৭ শ্লোক

(১) কেরি: "এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন- তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।"

(২) জুবিলী: "এই বারোজনকে যীশু প্রেরণ করলেন, আর তাদের এই নির্দেশ দিলেন, তোমরা বিজাতীয়দের

এলাকায় যেয়ো না, সামারীয়দের কোন শহরেও প্রবেশ করো না; বরং ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলোর কাছে যাও। পথে যেতে যেতে তোমরা এ কথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"

(৩) বাইবেল-২০০০: "যীশু সেই বারোজনকে এই সব আদেশ দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা অযিহূদীদের কাছে বা শমরীয়দের কোন গ্রামে যেয়ো না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের কাছে যেয়ো। তোমরা যেতে যেতে এই কথা প্রচার করো যে, স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "ঈসা সেই বারোজনকে এই সব হুকুম দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা অ-ইহুদীদের কাছে বা সামেরীয়দের কোন গ্রামে যেয়ো না, বরং ইসরাইল জাতির হারানো ভেড়াদের কাছে যেয়ো। তোমরা যেতে যেতে এই কথা তবলিগ কর যে, বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে।"

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: "এই বারো জনকে ঈসা প্রেরণ করলেন, আর তাঁদেরকে এই হুকুম দিলেন- তোমরা অ-ইহুদীদের পথে যেও না এবং সামেরিয়দের কোন নগরে প্রবেশ করো না, বরং ইসরাইল-কুলের হারানো মেষদের কাছে যাও। আর তোমরা যেতে যেতে এই সুসমাচার তবলিগ কর, 'বেহেশতী-রাজ্য সন্নিকট'।"

এখানে ইংরেজি Jesus বাংলায় যীশু ও ঈসা; Gentiles বাংলায় পরজাতি, বিজাতীয়, অযিহূদী, অইহুদী; Samaritans বাংলায় শমরীয়, সামরীয়, সামেরিয়; Israel বাংলায় ইস্রায়েল ও ইসরাইল এবং heaven বাংলায় স্বর্গ ও বেহেশত।

তৃতীয় উদ্ধৃতি: মথি ২৬ অধ্যায়ের ৬৩-৬৫ শ্লোক

(১) কেরি: "মহাযাজক তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বর-নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন ? দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে...।"

(২) জুবিলী: "মহাযাজক তাঁকে বললেন, 'জীবনময় ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে আমি তোমাকে বলছি, আমাদের বল, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, সেই ঈশ্বর পুত্র? উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, আপনি নিজেই কথাটা বললেন, এমন কি আমি আপনাদের বলছি, এখন থেকে আপনারা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘবাহনে আসতে দেখবেন। তখন মহাযাজক নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বললেন, এ ঈশ্বরনিন্দা করল! সাক্ষীতে আমাদের আর কী দরকার ? দেখুন, আপনারা এইমাত্র ঈশ্বরনিন্দা শুনলেন...।"

(৩) বাইবেল-২০০০: "মহাপুরোহিত আবার তাকে বললেন, 'তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য দিয়ে আমাদের বল যে, তুমি সেই মশীহ, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র কি না।' তখন যীশু তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আমি আপনাদের এটাও বলছি, এর পরে আপনারা মনুষ্যপুত্রকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে এবং মেঘে করে আসতে দেখবেন।' তখন মহাপুরোহিত তাঁর কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "এ ঈশ্বরকে অপমান করল। আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার? এখনই তো আপনারা শুনলেন, সে ঈশ্বরকে অপমান করল।"

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: "মহা-ইমাম আবার তাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে আমাদের বল যে, তুমি সেই মসীহ্ ইবনুল্লাহ কি না। তখন ঈসা তাঁকে বললেন, 'জ্বী, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আমি

আপনাদের এটাও বলছি, এর পরে আপনারা ইবনে-আদমকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ডান পাশে বসে থাকতে এবং মেঘে করে আসতে দেখবেন।' তখন মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বললেন, 'এ কুফরী করল। আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার? এখনই তো আপনারা শুনলেন, সে কুফরী করল।''

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: ''মহা-ইমাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে জীবন্ত আল্লাহ্র নামে কসম দিচ্ছি, আমাদেরকে বল দেখি তুমি কি সেই মসীহ, আল্লাহ্র পুত্র? জবাবে ঈসা বললেন, তুমিই বললে; আরও আমি তোমাদেরকে বলছি, এখন থেকে তোমরা ইবনুল-ইনসানকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে এবং আসমানের মেঘরথে আসতে দেখবে। তখন মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, এ কুফরী করল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ, এখন তোমরা কুফরী শুনলে...।''

এখানেও ভাষার পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিভাষার পরিবর্তন লক্ষণীয়। উপরে আলোচিত শব্দগুলো ছাড়াও এখানে লক্ষণীয়: ইংরেজি high priest বাংলায় মহাযাজক, মহাপুরোহিত ও মহা-ইমাম। ইংরেজি God বাংলায় ঈশ্বর ও আল্লাহ। ইংরেজি blasphemy বাংলায় ঈশ্বর নিন্দা, ঈশ্বর অপমান ও কুফরী।

ইংরেজি Son of God বাংলা অনুবাদে 'ঈশ্বরের পুত্র' থেকে মুসলমানি বাংলায় 'আল্লাহর পুত্র' না হয়ে আরবি ভাষায় 'ইবনুল্লাহ' হয়ে গিয়েছে। ইংরেজি Son of man বাংলা অনুবাদে 'মনুষ্যপুত্র' ও 'মানবপুত্র' থেকে আরো সহজ বাংলায় 'মানুষের ছেলে' হতে পারত। কিন্তু বঙ্গানুবাদে তা আরবি হয়ে গিয়েছে। মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬-এ ইবনে আদম হওয়ার পরে মোকাদ্দস-২০১৩-এ তা 'ইবনুল ইনসান' হয়ে গিয়েছে।

এখানেও আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস নামক বাংলা বাইবেলে পরিভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। Son of man বা মানুষের পুত্র বাক্যাংশটার অনুবাদ এক সংস্করণে ইবনে আদম ও অন্য সংস্করণে ইবনুল ইনসান লেখা হয়েছে। বাঙালি পাঠকের জন্য দুটোই দুর্বোধ্য, বিশেষত 'ইবনুল ইনসান' কথাটার অর্থ শিখিয়ে না দিলে মুসলিম বা অমুসলিম কোনো বাঙালি পাঠকই বোঝবেন না। 'ঈশ্বরের পুত্র' পরিবর্তন করে 'ইবনুল্লাহ' লেখাও একইরূপ। আল্লাহর পুত্র বললে মুসলিম-অমুসলিম সকল বাঙালি পাঠকই বুঝেন। তবে 'ইবনুল্লাহ' কথাটার অর্থ কোনো বাঙালিই বোঝেন না। তবে যদি কেউ আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ হন তবে ভিন্ন কথা।

চতুর্থ উদ্ধৃতি: ইঞ্জিলের তৃতীয় পুস্তক লূক, ১১ অধ্যায় ৫০-৫১ শ্লোক

(১) কেরি: ''যেন জগতের পত্তনাবধি যত ভাববাদীর রক্তপাত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ এই কালের লোকদের কাছে লওয়া যায়- হেবলের রক্ত অবধি সেই সখরিয়ের রক্ত পর্যন্ত যিনি যজ্ঞবেদি ও মন্দিরের মধ্যস্থানে নিহত হইয়াছিলেন...।''

(২) জুবিলী: ''যেন জগৎপত্তন থেকে যে সকল নবীর রক্ত ঝরানো হয়েছে, তার হিসাব এই প্রজন্মের মানুষদের কাছে চেয়ে নেওয়া হয়,- আবেলের রক্ত থেকে শুরু ক'রে সেই জাখারিয়ারই রক্ত পর্যন্ত যাঁকে যজ্ঞবেদি ও গৃহের মাঝখানে হত্যা করা হয়েছিল।''

(৩) বাইবেল-২০০০: ''এর ফল হল, জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে আরম্ভ করে যত জন নবীকে খুন করা হয়েছে, তাদের রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা। হ্যাঁ, আমি আপনাদের বলছি, হেবলের খুন থেকে আরম্ভ করে যে সখরিয়কে বেদী এবং পবিত্র স্থানের মধ্যে মেরে ফেলা হয়েছিল সেই সখরিয়ের খুন পর্যন্ত...।''

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: ''এর ফল হল, দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে যতজন নবীকে খুন করা

হয়েছে, তাঁদের রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা। জ্বী, আমি আপনাদের বলছি, হাবিলের খুন থেকে শুরু করে যে জাকারিয়াকে কোরবানগাহ্ এবং পবিত্র স্থানের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিল সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত..”

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: “যেন দুনিয়া পত্তনের সময় থেকে যত নবীর রক্তপাত হয়েছে তার প্রতিশোধ এই কালের লোকদের কাছ থেকে নেয়া যায়- হাবিলের রক্ত থেকে সেই জাকারিয়ার রক্ত পর্যন্ত যিনি কোরবানগাহ ও বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যস্থানে নিহত হয়েছিলেন- ...।”

এখানে ইংরেজি Abel বাংলায় হেবল, আবেল ও হাবিল; Zacharias বাংলায় সখরিয়, জাখারিয়া ও জাকারিয়া; altar বাংলায় যজ্ঞবেদি, বেদী ও কোরবানগাহ এবং temple বাংলায় মন্দির, গৃহ, পবিত্র স্থান ও বায়তুল মোকাদ্দস। এখানেও কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদের পরিবর্তন লক্ষণীয়। ২০০০ ও ২০০৬ সংস্করণে ‘টেম্পল’ শব্দটার অর্থ পবিত্র স্থান। কিন্তু ২০১৩ সংস্করণে শব্দটার অর্থ ‘বায়তুল মোকাদ্দস’।

পঞ্চম উদ্ধৃতি: নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিলের চতুর্থ পুস্তক যোহন বা ইউহোন্নার প্রথম অধ্যায়ের ৪৫-৪৬ শ্লোক

(১) কেরি: “ফিলিপ নথনেলের দেখা পাইলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, মোশি ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণ যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার দেখা পাইয়াছি; তিনি নাসরতীয় যীশু, যোষেফের পুত্র ...।”

(২) জুবিলী: “ফিলিফ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, ‘মোশী বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি; তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যীশু।”

(৩) বাইবেল-২০০০: ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, ‘মোশি যাঁর কথা আইন-কানুনে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি যোষেফের পুত্র যীশু, নাসরত গ্রামের লোক’...।”

(৪) মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬: “ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, ‘মূসা যাঁর কথা তৌরাত শরীফে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি ইউসুফের পুত্র ঈসা, নাসরত গ্রামের লোক’...।”

(৫) মোকাদ্দস-২০১৩: “ফিলিপ নথনেলের দেখা পেলেন, আর তাঁকে বললেন, মূসা শরীয়তে ও নবীরা যাঁর কথা লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি; তিনি নাসরতীয় ঈসা, ইউসুফের পুত্র ...।”

এখানে আমরা ইতোপূর্বে আলোচিত নাম ও পরিভাষার পরিবর্তন ছাড়াও নতুন কয়েকটা বিষয় দেখছি। ইংরেজি Moses বাংলায় মোশি, মোশী ও মূসা; ইংরেজি the law বাংলায় ব্যবস্থা, বিধান-পুস্তক, আইন-কানুন, তৌরাত শরীফ ও শরীয়ত; ইংরেজি Nazareth বাংলা নাসরত ও নাজারেথ এবং ইংরেজি Joseph বাংলায় যোষেফ, যোসেফ ও ইউসুফ।

এখানেও কিতাবুল মোকাদ্দসে অনুবাদে পরিবর্তন। ইংরেজি the law শব্দটার আভিধানিক অর্থ আইন। ধর্মীয় পরিভাষায় হিব্রু ‘তোরাহ’ শব্দটার অর্থ বিধান, ব্যবস্থা বা আইন। এজন্য তোরাহ বোঝাতে ইংরেজি বাইবেলে ‘the law’ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। পাঠক যদি ইন্টারনেটে হিব্রু বাইবেল অথবা ইংরেজি উচ্চারণে হিব্রু বাইবেল (hebrew bible english transliteration) পাঠ করেন তবে দেখবেন যে, ইংরেজিতে যেখানে ‘the law of Moses/ the law’ লেখা হয়েছে, হিব্রুতে সেখানে ‘তোরাহ’ লেখা রয়েছে। আমরা দেখলাম যে, পরিভাষাটার

অনুবাদে কেরি: 'ব্যবস্থা', জুবিলী, 'বিধান-পুস্তক' এবং বাইবেল-২০০০ 'আইন-কানুন'। আক্ষরিক অনুবাদ হিসেবে এগুলো গ্রহণযোগ্য। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসে যেহেতু 'তৌরাত' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেহেতু ইংরেজি 'ল' পরিভাষার অনুবাদে মূল হিব্রু 'তৌরাত' লেখা স্বাভাবিক ছিল। আমরা দেখছি যে, মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ শব্দটার অনুবাদ করেছে 'তৌরাত শরীফ', কিন্তু মোকাদ্দস-২০১৩ লেখেছে 'শরীয়ত'।

কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ল' শব্দের অনুবাদে 'তৌরাত শরীফ' বা 'তৌরাত কিতাব' লেখেছে, তবে কোথাও কোথাও 'শরীয়ত' লেখেছে। পক্ষান্তরে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ 'ল' শব্দের অনুবাদে সর্বদা 'শরীয়ত' লেখেছে।

আমরা জানি যে, 'শরীয়ত' ও 'তৌরাত' কখনোই সমার্থক নয়; যেমন 'কুরআন' ও 'শরীয়ত' সমার্থক নয়। তাহলে তৌরাত শব্দটা বঙ্গানুবাদে ব্যবহার করা সত্ত্বেও অনুবাদের সময় মূল হিব্রু 'তোরাহ' শব্দটার অনুবাদে 'তৌরাত' না লেখে শরীয়ত লেখার কারণ কী? বাহ্যত তৌরাত বিষয়ক বহুবিধ অভিযোগ অস্পষ্ট করা। আরো কয়েকটা নমুনা দেখুন:

(১) যিহোশূয়/ ইউসা ৮/৩১-৩২: "as it is written in the book of the law of Moses ... And he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel."

এখানে 'the law of Moses' বাক্যাংশ দু' শ্লোকে দু' বার ব্যবহার করা হয়েছে। মোকাদ্দস-২০০০ ও ২০০৬ প্রথমে তৌরাত ও পরে শরীয়ত লেখেছে। "মূসার তৌরাত কিতাবে যেমন লেখা আছে সেই অনুসারেই তিনি তা তৈরি করলেন। ... ইউসা পাহাড়ের উপরে বনি-ইসরাইলদের সামনে পাথরের উপরে মূসার শরীয়ত লিখলেন।"

মোকাদ্দস-২০১৩ উভয় স্থানেই শরীয়ত লেখেছে। "তেমনি তারা মূসার শরীয়ত-কিতাবে লেখা হুকুম অনুসারে ... সেখানে পাথরগুলোর উপরে বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে তিনি মূসার লেখা শরীয়তের একটি অনুলিপি লিখলেন।"

'HEBREW TRANSLITERATION SCRIPTURE' ওয়েবসাইটে শ্লোকদ্বয় নিম্নরূপ[1]: "as it is written in the sefer ha Torah Mosheh ... And he wrote there upon the stones a copy of ha Torah Mosheh, which he wrote in the presence of Benai Yisrael" "মোশেহর তৌরাত পুস্তকে যেভাবে লেখা... তিনি পাথরের উপরে মোশেহর তৌরাতটি লেখলেন, যা তিনি লেখলেন বনি-ইসরাইলের সম্মুখে।"

(২) ১ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ২/৩ ইংরেজি KJV: And keep the charge of the LORD thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses.." হিব্রু উচ্চারণ নির্ভর ইংরেজি অনুবাদ: ".... as it is written in the Torah Mosheh: মোশেহের তৌরাতে যেভাবে লেখা আছে।"[2]

অথচ কিতাবুল মোকাদ্দসের সকল সংস্করণেই এখানে তৌরাত না লেখে শরীয়ত লেখা হয়েছে। মোকাদ্দস-২০০৬: "তোমার মাবুদ আল্লাহর ইচ্ছামত তুমি তাঁর পথে চলবে এবং মূসার শরীয়তে লেখা মাবুদের সব নিয়ম, হুকুম, নির্দেশ ও দাবি মেনে চলবে...।" মোকাদ্দস-২০১৩: "আর তোমার আল্লাহ মাবুদের রক্ষণীয় বিধান রক্ষা করে তাঁর পথে চল, মূসার শরীয়তে লেখা তাঁর বিধি, তাঁর হুকুম, তাঁর অনুশাসন ও তাঁর সমস্ত সাক্ষ্য পালন কর...।"

(৩) ২ বাদশাহনামা/ রাজাবলি ২৩/২৫ হিব্রু অনুসারী ইংরেজি অনুবাদ: "that turned to YHWH with all

his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the Torah of Mosheh...”[3] ইংরেজি: KJV: “... turned to the LORD with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses.”

এখানেও আমরা দেখছি যে, হিব্রু ‘মোশেহের তৌরাত’ বাক্যাংশকে ইংরেজিতে ‘ল অব মোসেস’ বলা হয়েছে। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের সকল সংস্করণেই ‘তৌরাত’ বাদ দিয়ে ‘শরীয়ত’ লেখা হয়েছে।

এভাবে ভাষার বিবর্তনের পাশাপাশি বাইবেল অনুবাদকরা ধর্মীয় নাম ও পরিভাষাও পরিবর্তন করেছেন। আরেকটা নমুনা প্রেরিত বনাম সাহাবী। যীশু খ্রিষ্টের বার জন নির্বাচিত শিষ্যকে ইংরেজিতে (Apostle) বলা হয়। শব্দটার আভিধানিক অর্থ ‘প্রেরিত’। যীশু শিষ্যদের মধ্য থেকে যে বার জনকে প্রচার ও সেবার জন্য ‘প্রেরণ’ করেন খ্রিষ্টধর্মীয় পরিভাষায় তাদেরকে প্রেরিত বলা হয়। কেরির অনুবাদে এবং পরবর্তী অনুবাদগুলোতে প্রেরিত পরিভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ‘মুসলিম’ অনুবাদগুলোতে প্রেরিত বোঝাতে ‘সাহাবী’ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি ‘সাধারণ’ অনুবাদগুলোতে প্রেরিত পরিভাষার ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। কোনো বাইবেলে ‘সাহাবী’ এবং কোনো বাইবেলে ‘প্রেরিত’। ‘প্রেরিত’ পরিভাষার সাথে পরিচিত পাঠকের কাছে ‘সাহাবী’ পরিভাষা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট। এর বিপরীতে সাহাবী পরিভাষার সাথে পরিচিত পাঠকের কাছে প্রেরিত শব্দটা অপরিচিত। আমরা কোন পরিভাষা ব্যবহার করব?

অনুরূপভাবে বাইবেলের প্রথম পুস্তকটার নাম কোনো কোনো বাইবেলে ‘আদিপুস্তক’ এবং কোনো কোনো বাইবেলে ‘পয়দায়েশ’। আমরা কোন নাম ব্যবহার করব? একটার সাথে পরিচিতের কাছে অন্যটা দুর্বোধ্য।

নাম ও পরিভাষার পরিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখুন:

ইংরেজি	কেরি ও অন্যান্য	কিতাবুল মোকাদ্দস
Abraham	অবরাহাম	ইব্রাহিম
Amalek	অমালেক	আমালেক
Angel	দূত, ঈশ্বরের দূত	ফেরেশতা
Aron	হারোণ	ঘারুন
Canaan	কনান	কেনান
Children of Israel	ইস্রায়েল সন্তানগণ	বনি ইসরাইল
Christ	খ্রীষ্ট, মশীহ	এসীহ
Church	মণ্ডলী	জামাত
disciple, Apostle	শিষ্য, প্রেরিত	গাহাবী
Ezra	ইস্রা	উযাইর
Gentile	পরজাতি	অ-ইহুদি
Gospel	সুসমাচার	ইঞ্জিল
High priest	মহাযাজক, মহাপুরোহি	মহা-ইমাম
Holy Ghost/ Spirit	পবিত্র আত্মা	পাক-রূহ
Israel	ইস্রায়েল	ইসরাইল
Jacob, James	যাকোব	ইয়াকুব
Jerusalem	যিরুশালেম	জেরুজালেম, জেরুশালেম

ইংরেজি	কেরি ও অন্যান্য	কিতাবুল মোকাদ্দস
Jesus	খ্রীশু	ঈসা
Jew	যিহূদী	ইহুদী
John	যোহন	ইয়াহিয়া
John	যোহন	ইউহোন্না
Joshua	যিহোশূয়	ইউসা
Judah Judaea, Judea	যিহূদা (রাজ্য)	এহুদা/ এহুদিয়া
Judah, Judas, Jude	যিহূদা (ব্যক্তি)	এহুদা
Moses	মোশি, মোশী	মূসা
Passover	নিস্তার পর্ব	উদ্ধার ঈদ, ঈদুল ফেসাখ,
Pharaoh	ফরৌণ	ফেরাউন
Philistines	পলেষ্টীয়	ফিলিস্তিনী
Priest	যাজক, পুরোহিত	ইমাম
Sacrifice	ঊলি	কোরবানী/ বলি
Scribe	অধ্যাপক	আলেম
Scripture	শাস্ত্র	পাক-কিতাব
Solomon	শলোমন	সোলায়মান
Temple	মন্দির, ধর্মধাম,	এবাদতখানা, বাইতুল মোকাদ্দস
The law	ব্যবস্থা	তৌরাত, শরীয়ত
Joseph	যোষেফ, যোসেফ	ইফসুফ

উপরের জটিলতার আলোকে আমরা অনুবাদ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে নিম্নের মূলনীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

(ক) সাধু ভাষার উদ্ধৃতি কেরির অনুবাদ থেকে গৃহীত। চলিত ভাষায় মুসলমানি অনুবাদ কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ থেকে গৃহীত। চলিত সাধারণ বাংলা অনুবাদ পবিত্র বাইবেল-২০০০ থেকে গৃহীত। ক্যাথলিক বাইবেলের উদ্ধৃতিগুলো জুবিলী বাইবেল থেকে গৃহীত।

(খ) কেরির অনুবাদকে মূল ধরা হয়েছে। এজন্য কেরি থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের সময় শুধু বাইবেলের পুস্তক, অধ্যায় ও শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে, সংস্করণের উল্লেখ করা হয়নি। যেমন (মথি ৩/১-৩), (লূক ১১/৫০-৫১), (যোহন ১/৪৫-৪৬) ইত্যাদি। অন্যান্য সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাইবেলের পুস্তক, অধ্যায় ও শ্লোকের পাশাপাশি উদ্ধৃতির শুরুতে বা শেষে সংস্করণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন (মথি ৩/১-৩, জুবিলী), (মথি ৩/১-৩, বা.-২০০০), (মথি ৩/১-৩, মো.-০৬), (মথি ৩/১-৩, মো.-১৩), (যোহন ১/৪৫-৪৬, জুবিলী), (যোহন ১/৪৫-৪৬, বা.-২০০০), (ইউহোন্না ১/৪৫-৪৬, মো.-০৬), (ইউহোন্না ১/৪৫-৪৬, মো.-১৩)... ইত্যাদি। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ থেকে অধিকাংশ উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে বলে অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি। এজন্য এ সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সংস্করণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। অন্যান্য সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) নবীদের এবং বাইবেলীয় পুস্তকগুলোর নামের ক্ষেত্রে আমরা কেরির পরিভাষা অধিক ব্যবহার করেছি। পাশাপাশি কিতাবুল মোকাদ্দসের পরিভাষাও ব্যবহার করেছি। যেমন অবরাহাম, ইবরাহিম, মোশি, মূসা, শলোমন, সুলায়মান, যীশু, ঈসা, খ্রিষ্ট, মসীহ, পবিত্র আত্মা, পাক-রুহ, প্রেরিত, সাহাবী, যিহুদা, এহুদা, যাজক, ইমাম, বলি,

কোরবানি, ব্যবস্থা, তৌরাত.... ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আদিপুস্তক, পয়দায়েশ, যাত্রাপুস্তক, হিজরত, গণনাপুস্তক, শুমারী, যিহোশূয়, ইউসা, বিচারকর্তৃগণ, কাজীগণ, শমূয়েল, শামুয়েল, রাজাবলি, বাদশাহনামা, ইত্যাদি।

অনেক ভাষাতেই বানান সমস্যা রয়েছে। ইংরেজি ভাষা বানান সংস্কারের প্রক্রিয়া পার হয়ে এসেছে। ফলে সমস্যাগুলো স্থির রয়েছে এবং সাধারণ লেখক ও পাঠকদের জন্য ভাষার ব্যবহার সহজ হয়েছে। বাংলা বানানের বিবর্তন ও পরিবর্তন চলমান। বস্তুত ভাষাবিদদের হাতে বাংলা ভাষার সাথে আমরা সাধারণ বাঙালিরাও নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছি। ছোটবেলা থেকে যে বানানগুলো লেখে ও দেখে অভ্যস্ত হয়েছি এখন সেগুলো বাতিল বা ভুল বলে গণ্য হচ্ছে। শ্রবণের সাথে বানান মিলাতে যেয়ে দর্শনের সাথে সজ্ঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যার সাথে আমাদের এ গ্রন্থে যুক্ত হয়েছে বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদে বানানের ভিন্নতা। আমাদের সমস্যার সাথে পাঠককে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করছি:

- বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদ বাইবেলগুলো বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করেছে। এজন্য উদ্ধৃতির মধ্যে মূল গ্রন্থের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- ঙ, ং, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ও-কার ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ধৃত পাঠের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। লেখকের নিজের বক্তব্যে প্রমিত রীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন যিহূদী, ইহুদী, ইহুদি, কোরবানী-কোরবানি, ফিলিস্তিনী, ফিলিস্তিনি, বারো, বার, এগারো, এগার, বলব, বলবো, বলছ, বলছো, রং, রঙ, আংগুর, আঙ্গুর, সংগে, সঙ্গে...
- 'যীশু খ্রীষ্ট' বানানটার বিষয়ে বাংলা প্রমিত নিয়ম অনুসারে 'যিশু খ্রিস্ট' লেখতে হয়। তবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা 'যীশু' শব্দটা সর্বদা ঈ-কার দিয়েই লেখেন। আর 'খ্রীষ্ট' শব্দটার ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের পাশাপাশি সাধারণত ঈ-কার ব্যবহার করেন। কিন্তু 'খ্রিষ্টান', 'খ্রিষ্টাব্দ' ইত্যাদি লেখতে সাধারণত সকলেই ই-কার ব্যবহার করেন। সামগ্রিক বিবেচনায় আমরা 'যীশু খ্রিষ্ট', 'খ্রিষ্টান', 'খ্রিষ্টাব্দ' ব্যবহার করেছি।
- ঈসা মসীহ লেখতে কিতাবুল মোকাদ্দসে 'ম'-এর সাথে 'আ'-কার ব্যবহার করা হয়নি, যদিও আরবি প্রতিবর্ণায়ন নিয়মে 'মাসীহ' লেখা উচিত। আমরা সর্বত্রই 'মসীহ' ব্যবহার করা চেষ্টা করেছি।
- আরবি উচ্চারণ অনুসারে আমরা 'তাওরাত' লেখে ও বলে অভ্যস্ত। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদে সর্বদা 'তৌরাত' লেখা হয়েছে। এজন্য এ গ্রন্থে আমরা সাধারণভাবে 'তৌরাত' লেখেছি। আরবি উচ্চারণ অনুসারে 'ইনজীল' লেখাই বিধেয়, তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের ব্যবহার অনুসারে আমরা সর্বদা 'ইঞ্জিল' লেখেছি।
- ফেরেশতা, বেহেশত ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে কিতাবুল মোকাদ্দস এ-কার ব্যবহার করেছে। আমরা সকল ক্ষেত্রেই এভাবে এ-কার ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি, যদিও সাধারণভাবে আমরা এ সকল ক্ষেত্রে ই-কার ব্যবহার করে অভ্যস্থ।
- আমরা দেখলাম, 'জেরুজালেম' বানানে কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ ও ২০১৩-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদ্ধৃতির বাইরে আমরা সর্বত্র 'জেরুজালেম' ব্যবহার করেছি।

এই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে অনেকেই উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। মুশাহিদ আলী, এমদাদুল হক, আব্দুল মালেক, হোসেন এম জাকির ও অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু প্রুফ দেখে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। সাইফ আলী প্রচ্ছদ তৌরী

করে দিয়েছেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম পুরুস্কার প্রদান করুন।

খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

ফুটনোট

[1] http://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Scriptures/Tenakh/Yehoshua/Yehoshua08.htm
[2] http://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Scriptures/Tenakh/Melekim-Alef/Melekhim-Alef02.htm
[3] http://www.messianic-torah-truth-seeker.org/Scriptures/Tenakh/Melekim-Bet/Melekhhim-Bet23.htm

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13814

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন